প্রকৃত সংকট

জে. কৃষ্ণমূর্তি

প্রকৃত সংকট

দেখেশুনে এটাই মনে হয় ইতিহাস হল মানবসৃষ্ট বিপর্যয়ের ইতিবৃত্ত। অত্যন্ত নিয়মিতভাবে সেগুলি বারবার এবং অমোঘভাবে ঘটেছে। গোটা বিশ্ব একেবারে তাজ্জব বনে গেছে, তার ওপর প্রচণ্ড ধাক্কা এসে পড়েছে। সমস্ত পণ্ডিত এবং বিশেষজ্ঞদের যাবতীয় ভবিষ্যদ্বাণী এবং আশ্বাস ভুল প্রমাণিত হয়েছে, মেধা ও বিচারশক্তির সবরকমের হিসাব ভেঙে গেছে, যুক্তি এবং বিচারবুদ্ধির তোয়াক্কা না করে তাকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। এর ফলে মানুষ হতভম্ব হয়ে পড়েছে, সে নিঃসহায় হয়ে গেছে। একটা সংকট এবং তার পরের সংকটের মধ্যবর্তী পর্যায়কে আমরা স্বাভাবিক জীবনযাপনের পর্ব বলে ভেবেছি। সেই তথাকথিত স্বাভাবিক জীবনযাপনকালে আমরা বাকি সবকিছুতেই আমাদের শক্তি ও সময় ব্যয় করেছি, শুধু মানব অস্তিত্বের সাধারণ উদ্দেশ্য এবং বিশেষত আমাদের জীবন নিয়ে কোন সুগভীর অনুসন্ধান এবং ভাবনাচিন্তা করিনি। আমরা বর্তমানে যেভাবে জীবনযাপন করছি সেটাই পরবর্তী বিশ্বসংকটের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে কিনা সেই প্রশ্ন আমরা কখনই করি না। হয়ত কখনই এটা আমাদের মনের মধ্যে আসেও না। যদি বা কখনও সেটা আসে আমরা সাহস করে তার মুখোমুখি দাঁড়াই না।

ঠিক এই চ্যালেঞ্জটাই কৃষ্ণমূর্তি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। কয়েকটা মৌলিক প্রশ্ন সম্পর্কে তিনি আমাদের সচেতন করতে চান। ১৯৩৪ থেকে ১৯৮৫-এর মধ্যবর্তী প্রায় পাঁচ দশকব্যাপী তাঁর ভাষণ ও লিখন থেকে নির্বাচিত কয়েকটির উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হল।

© 2020, Krishnamurti Foundation India

প্রকৃত সংকট

*Madras,
22 October 1947;
The Collected Works, Vol. IV.*

বর্তমান বিশ্বসংকটের চরিত্রটি অস্বাভাবিক ধরনের। সম্ভবত অতীতে এই ধরনের দুর্যোগ নেহাৎই কম দেখা গেছে। মানুষের জীবনে সাধারণত যে ধরনের দুর্যোগ প্রায়শই নেমে আসে বর্তমান সংকট সেই ধরনের নয়। এই মহাবিশৃঙ্খলা সারা বিশ্ব জুড়ে চলছে। এটাকে ভারতীয় বা ইউরোপীয় বলা যাবে না। বিশ্বের কোণে কোণে এর বিস্তার। শারীরবৃত্তীয় এবং মনোজাগতিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক, আর্থিক ও সামাজিক সর্বক্ষেত্রেই ভাঙ্গন এবং বিভ্রান্তি চোখে পড়ছে। আমরা একটা উঁচু পর্বতের কিনারায় দাঁড়িয়ে থেকে কলহ করছি। যত তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আমাদের কলহ। মনে হচ্ছে খুব কম মানুষই আছেন যাঁরা বর্তমান বিশ্বসংকটের অস্বাভাবিক চরিত্র, এর গভীরতা এবং এর সুবিস্তীর্ণ গোলমেলে দিকটি অনুধাবন করতে সক্ষম। আবার কেউ কেউ আছেন যাঁরা বিভ্রান্তিটিকে বুঝে নিয়ে পাহাড়ের কিনারাতেই জীবনের ছাঁচটিকে নতুন করে সাজানোর কাজে সক্রিয় হয়ে আছেন। তাঁরা নিজেরাই বিভ্রান্ত। আর সেইজন্যই তাঁরা আরও বিভ্রান্তি তৈরী করছেন।

প্রকৃত সংকট

Madras,
22 October 1947;
The Collected Works, Vol. IV.

কোনও আপতিক ক্রিয়ার ফলে যে এই প্রলয়ঙ্কর দুর্বিপাক নেমে এসেছে তা কিন্তু নয়। আমাদের প্রত্যেকেই এটা তৈরী করেছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পরশ্রীকাতরতা এবং তীব্র আবেগ, প্রচণ্ড লোভ, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রবল ইচ্ছা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং নিষ্ঠুরতা, ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক মূল্যবোধ এবং তাৎক্ষণিকতাকে গুরুত্ব দেওয়া, প্রভৃতির মধ্য দিয়েই এই দুর্বিপাক নেমে এসেছে। অন্য কেউ নয়, আপনি আর আমি এই ভয়াবহ দুর্গতি এবং বিভ্রান্তির জন্য দায়ী। আপনার অবিবেচনা, অনবধানতা, উচ্চাভিলাষ, রোমাঞ্চের অন্বেষণ, তাৎক্ষণিক চরিতার্থতার মূল্যবোধ দিয়ে নিজেকে ঢেকে রেখে আপনি এই সুবিশাল সর্বগ্রাসী দুর্যোগ সৃষ্টি করেছেন...... এই বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী আপনি, কোন বিশেষ গোষ্ঠী নয়, কোনও ব্যক্তি নয়, শুধু আপনি।

*New Delhi,
14 November 1948;
The Collected
Works, Vol. V.*

কথাটা হচ্ছে, আধুনিক বিশ্ব বলতে কী বুঝব? বিভিন্ন গণ সংগঠনের নিজস্ব কলাকৌশল এবং কর্মদক্ষতার ভিত্তিতেই আধুনিক বিশ্ব গঠিত হয়েছে। প্রযুক্তির জগতে অসাধারণ অগ্রগতি হয়েছে। অন্যদিকে জনগণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণের ক্ষেত্রে রয়েছে বিস্তর ত্রুটি। সামান্য কয়েকজনের হাতে আছে উৎপাদনের হাতিয়ারের মালিকানা। জাতিতে জাতিতে রয়েছে দ্বন্দ্ব। সার্বভৌম সরকারগুলির মধ্যে বারবার যুদ্ধ হচ্ছে। এটাই তো আধুনিক বিশ্ব, তাই না? কৃৎকৌশলের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমভাবে মনোজগতের অগ্রগতি না ঘটায় একটা অসাম্য তৈরী হয়েছে। অসাধারণ বৈজ্ঞানিক সাফল্য অর্জনের সাথে সাথেই রয়েছে মানুষের নানা দুর্গতি, শূন্য হৃদয় এবং শূন্য মন... এটাই তো আধুনিক পৃথিবী অর্থাৎ আপনি। জগৎ আপনার থেকে আলাদা নয়। আপনার পৃথিবী অর্থাৎ আপনি হলেন চর্চিত মেধা এবং শূন্য হৃদয়ের পৃথিবী।

প্রকৃত সংকট

Madras,
25 December 1982;
Mind Without Measure.

সংকট আছে ঠিকই তবে সেটা বহির্বিশ্বে নয়, পারমাণবিক যুদ্ধে নয়, ভয়াবহ বিভাজন এবং পৈশাচিকতার মধ্যে নয়। সংকট আমাদের চেতনার মধ্যে। আমরা যেরকম, আমরা ধাপে ধাপে যা হয়ে উঠেছি সেগুলিই হল সংকট।

সংকটের অস্তিত্ব মানব
চেতনার মধ্যেই নিহিত থাকে
যখন মানুষ জীবনের পবিত্রভাব থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে রাখে।

প্রকৃত সংকট

Bombay,
28 January 1968;
Meeting Life.

যে মানুষ হাজার হাজার বছর ধরে বেঁচে রয়েছে সে এত দুর্গতি এবং দ্বন্দ্বের মধ্যে কেন এসে পড়ল? আপনি যদি অতিজনাকীর্ণতা, নৈতিকতার অভাব প্রভৃতি সোজাসরল ব্যাখ্যাগুলি সরিয়ে রাখেন (এগুলি প্রযুক্তিগত জ্ঞান এবং প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অভাবের সঙ্গেই থাকে) তাহলে এই দুর্দশার একেবারে আদি কারণ কী? যে দেশের একটা সহৃদয়তা, মহত্ত্বের ঐতিহ্য আছে, যার মধ্যে হত্যা এবং পৈশাচিকতার স্থান নেই... সেই দেশটাই কেন আর কবে থেকে ভুল পথে যেতে শুরু করল?

প্রকৃত সংকট

Madras,
26 October 1947;
The Collected Works, Vol. IV.

প্রাচীনকালে এক দল মানুষ ছিলেন যাঁদের উচ্চাভিলাষ ছিল না, যাঁরা কর্তৃত্ববোধ থেকে মুক্ত ছিলেন, যাঁদের মনে লালসা এবং বিদ্বেষ ছিল না। এভাবে তাঁরা সমাজের মানুষদের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অধঃপতন থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে সাহায্য করতেন। সেইরকম মানুষের দল যত বড় হয় রাষ্ট্র ও সমাজের নিরাপত্তা তত বেশি হয়। আর সেইজন্যই ভারতবর্ষের মতো একটি কি দুটি দেশই টিঁকে গেছে। বিশ্বের বিশৃঙ্খলা ও উত্তেজনার মধ্যে আটকে নেই এরকম মানুষের সংখ্যা অত্যন্ত কম বলে আপনারা এই অস্বাভাবিক সংকটের মধ্যে পড়েছেন।

Bombay,
28 January 1978.

মানুষ তার 'ব্যধিগ্রস্ততা' থেকে কষ্ট পায়। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকা অবস্থায় তার মনে বেদনাবোধের জন্ম হয়। যখন আপনি দরিদ্র, অজ্ঞ, মলিন, নৈরাশ্যপীড়িত মানুষদের দেখেন তখন আপনার মন তাদের দেখে বেদনার্ত হয়ে পড়ে। দুনিয়াজুড়ে যে প্রাণীহত্যা চলছে, পরীক্ষাগারগুলিতে সেই প্রাণীদের যেভাবে কসাইয়ের মতো মেরে ফেলা হয় তা দেখে আপনার খুবই কষ্ট হয়।

25 February 1983;
Krishnamurti to Himself.

কখনই মনে হয় না পৃথিবীর কোনওরকম সজীব সত্তার প্রতি আমাদের কোন মমতা আছে। আমরা যদি প্রকৃতির সঙ্গে একটা স্থায়ী এবং সুগভীর সম্পর্ক তৈরি করতে পারতাম তবে আমাদের জৈবিক চাহিদার জন্য কখনই তাদের হত্যা করতাম না, আমাদের সুবিধার জন্য কখনই একটা বাঁদর, একটা কুকুর, একটা গিনিপিগের ক্ষতি করতাম না, তাদের দেহ-ব্যবচ্ছেদ করতাম না। আমাদের ক্ষত, আমাদের শরীর সারিয়ে তোলার অন্য উপায় খুঁজে নিতাম। কিন্তু মনের ক্ষত নিরাময়ের বিষয়টি সম্পূর্ণ আলাদা। আপনি প্রকৃতির মধ্যে থাকলে আস্তে আস্তে তার নিরাময় হতে থাকে।

প্রকৃত সংকট

The Whole Movement of Life is Learning: Letters to the Schools, Ch. 67.

প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ হারানোর অর্থ একে অপরের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হারিয়ে ফেলা। পাখীদের সঙ্গে, লাজুক এবং ভীরু ভারুই পাখির সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেললে আপনি আপনার সন্তান এবং রাস্তার ওপাশের মানুষটির সঙ্গে যোগাযোগ হারাবেন। খাওয়ার জন্য কোন প্রাণীকে আপনি যখন হত্যা করছেন তখন কিন্তু আপনি সেরকম একটা সংবেদহীনতাকে লালন করছেন যা একসময় সীমান্তের ওপারের মানুষটিকে হত্যা করবে। যখন জীবনের বিপুল গতিময়তার সঙ্গে আপনার সংযোগ ছিন্ন হয়ে যায় তখন সমস্ত সম্পর্ককেই আপনি হারিয়ে ফেলেন। আপনি (অর্থাৎ সেই অহং যার মধ্যে খামখেয়ালি কামনা, চাহিদা এবং অন্বেষণের তাগিদ থাকে) হয়ে ওঠেন অতি-গুরুত্বপূর্ণ; দুনিয়ার সঙ্গে আপনার ব্যবধান ক্রমশ বাড়তে বাড়তে অন্তহীন দ্বন্দ্বে এসে দাঁড়ায়।

প্রকৃত সংকট

The Whole Movement of Life is Learning: Letters to the Schools, Ch. 70.

আপনি যখন আপনার চারপাশে তাকিয়ে দেখেন (মানব দুনিয়ার দিকে ততটা নয় যতটা প্রকৃতির দিকে, অন্তরীক্ষের দিকে) তখন আপনার দৃষ্টিতে একটা অসাধারণ সুশৃঙ্খলা, সাম্য এবং ঐকতান ধরা দেয়। প্রতিটি বৃক্ষ এবং পুষ্পের নিজস্ব শৃঙ্খলা, নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। প্রতিটি পর্বতশীর্ষ এবং প্রতিটি উপত্যকারই রয়েছে তার ছন্দ এবং স্থিরতার নিজস্ব বোধ। যদিও মানুষ নদীকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার জলের দূষণ ঘটায় তবুও নদীর থাকে তার নিজস্ব চলন, তার সুদূরপ্রসারী গতি। আমরা লক্ষ করে দেখব যে একমাত্র মানুষ ছাড়া অন্য সব কিছু অর্থাৎ সমুদ্র, বাতাস এবং সুবিস্তৃত গগনপটের মধ্যে আছে স্বীয় শুদ্ধতার ভাব এবং একটা সুশৃঙ্খল অস্তিত্বময়তা। এটা ঠিকই যে শৃগাল মুরগী নিধন করে; বড় বড় প্রাণী ছোট প্রাণীদের উপরেই বেঁচে থাকে। এসব দেখে মনে হতে পারে যে এগুলি তো নির্মমতা। আসলে এগুলি হল এই বিশ্বলোকের মধ্যকার একটা শৃঙ্খলার (মানুষ ব্যতিরেকে) নকশা। মানুষের হস্তক্ষেপ যেখানে নেই সেখানেই ভারসাম্য এবং ঐকতানের মহান সৌন্দর্য পরিলক্ষিত হয়।

প্রকৃত সংকট

IIT-Bombay, 7 February 1984; Why are You being Educated?

এই অস্তিত্বের অর্থ তাহলে কী? হতে পারে তোমরা এদিকে দেখতে চাও না। তোমরা হয়ত এটাকে এড়িয়ে যেতে চাও। ......পদার্থবিদ্যা, ভাষাতত্ত্ব, জীববিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, মনোবিশ্লেষণ, মনোচিকিৎসা ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয়ন নিয়ে তো তোমরা প্রায় পঁচিশ বা ত্রিশ বছর কাটিয়ে দাও। বছরের পর বছর এতে ব্যয় কর অথচ তুমি নিজে কী আর কেনই বা এরকম জীবনযাপন করছ সেটা নিজের থেকেই খুঁজে বের করার জন্য একটা দিন এমনকি একটা ঘন্টাও তো সময় দাও না।

প্রকৃত সংকট

আমরা কি আমাদের জীবনকে অপচয় করছি? 'অপচয়' শব্দটি বলতে আমরা বোঝাচ্ছি নানাভাবে আমাদের শক্তির ক্ষয় করা, বিশেষজ্ঞের পেশার ভিতরেই নিজেদের শক্তিকে অপব্যয় করা। আমরা কি আমাদের সমগ্র সত্তা, আমাদের জীবনকে নষ্ট করে ফেলছি? আপনি যদি ধনী হন তাহলে হয়ত বলবেন 'হ্যাঁ, আমি প্রচুর টাকা সঞ্চয় করেছি। আমি এতে বেশ তৃপ্ত।' অথবা আপনার যদি কোন নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে প্রতিভা থাকে তবে সেই প্রতিভা ধর্মনিষ্ঠ জীবনযাপনের পক্ষে বিপজ্জনক। কোনও বিশেষ ক্ষেত্রে দক্ষতা, সহজাত গুণ, স্বাভাবিক প্রবণতাই হল প্রতিভা। এই বিশেষ দিকটিই হল বিশেষীকরণ। এটি একটি খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ প্রক্রিয়া। তাই আপনাকেই নিজেকে জিজ্ঞাসা করতে হবে আপনি আপনার জীবনকে নষ্ট করছেন কিনা। হতে পারে আপনি ধনী, সব রকমের দক্ষতা আপনার আছে, আপনি একজন বিশেষজ্ঞ, মহান বিজ্ঞানী বা একজন ব্যবসায়ী, কিন্তু শেষমেশ এই সবকিছুই কি অবক্ষয়, আপনার জীবনপ্রান্তে এসে সেগুলির সবই কি অপচয় হয়ে গেছে?

*Bombay,
10 February 1985;
That Benediction
is Where You are.*

*Saanen,
22July, 1973*

আপনার সংস্কৃতি বলে : 'জীবনের অর্থ নিয়ে এত ভাবার কী আছে? শুধু বাঁচো, কদর্যতা, পাশবিক অভিজ্ঞতা, দুঃখ, যন্ত্রণা, উদ্বেগ, সুখভোগ, ভয়, চূড়ান্ত একঘেয়েমি, একাকীত্ব এই সব কিছুই মুখ বুঁজে মেনে নিয়ে বাঁচো। এগুলিই তোমার জীবনের অঙ্গ। তুমি তো এসবের বাইরে যেতে পারবে না। তাই আনন্দ করে যাও, সুখভোগকে তোমার জীবনের প্রধান ব্যাপার করে তোল।'

আর সেটাই আপনারা করছেন।

প্রকৃত সংকট

The Whole Movement of Life is Learning: Letters to Schools, Ch 28.

সারা বিশ্ব জুড়েই মানুষের অল্পবিস্তর অবক্ষয় ঘটে চলেছে। যখন সুখস্পৃহা (ব্যক্তিগত অথবা যৌথস্তরে), যৌনতার সুখ, আত্মস্বার্থ-কেন্দ্রিক সুখ, ক্ষমতা ও ঠাটবাটের সুখ, নিজের কামনা-বাসনা চরিতার্থতার সুখের লাগাতার চাহিদা জীবনের প্রধান আকর্ষণ হয়ে দাঁড়ায় তখনই অবক্ষয় শুরু হয়। যখন সুখের ভিত্তিতে তৈরী হওয়া মানবসম্পর্ক এলোমেলো হয়ে যায় তখনই সেটা অবক্ষয়ের ইঙ্গিত দেয়। যখন দায়িত্ববোধের অর্থ হারিয়ে যায়, যখন অন্য একজন মানুষের জন্য, পৃথিবী বা সামুদ্রিক বিভিন্ন জীবের জন্য যত্ন নেওয়ার তাগিদ থাকে না তখন আকাশ এবং মাটির প্রতি অবহেলাই হল অবক্ষয়ের আরেক রূপ। ওপর মহলে যখন ভণ্ডামি চলতে থাকে, বাণিজ্যের মধ্যে থাকে অসততা, রোজকার কথাবার্তা যখন মিথ্যায় ভরে যায়, যখন অল্প কয়েক জনের স্বৈরাচারী আচরণ চোখে পড়ে, যখন চতুর্দিকে শুধু বস্তুসামগ্রীরই প্রাধান্য থাকে তখন সেইসবই জীবনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন হয়ে থাকে। তখনই হত্যাই জীবনের একমাত্র ভাষা হয়ে দাঁড়ায়। যখন ভালবাসাকে সুখ বলে ধরা হয় তখনই মানুষ জীবনের সৌন্দর্য এবং শুদ্ধতা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করতে থাকে।

সুখের সন্ধান যত বেশি করে হতে থাকে তত বেশি করে 'আমি' নিজেকে শক্তপোক্ত করতে থাকে। যখন সুখের অন্বেষণ চলতে থাকে তখন মানুষ একে অপরকে নিজ স্বার্থসাধনে কাজে লাগায়। আমাদের জীবনে যখন সুখ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় তখন সম্পর্ককে এই উদ্দেশ্যেই কাজে লাগানো হয়। অন্যের সঙ্গে প্রকৃত কোন সম্পর্ক তখন আর থাকে না। সম্পর্ক তখন পণ্যসামগ্রী হয়ে যায়। সুখই তখন চরিতার্থতার তাগিদের ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায়। যখন সেই সুখ পাওয়া যায় না বা সুখের কোন প্রকাশমাধ্যম থাকে না তখন তৈরী হয় ক্রোধ, দোষ ধরা, ঘৃণা বা তিক্ততা। সুখের এই নিরন্তর অন্বেষণই হল প্রকৃত পাগলামি।

প্রকৃত সংকট

Bombay,
15 February 1948;
The Collected Works, Vol. IV.

ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক সুখের মধ্যে মানুষ আটকে গেছে কেন? এটাই এখন জ্বলন্ত সমস্যা কেননা আধুনিক সমাজে সবরকমভাবে এই সুখকেই প্ররোচিত করা হয়। সংবাদপত্র, চলচিত্র এবং সাময়িক পত্রিকা যৌন আকাঙ্খাকে উসকে দিচ্ছে; আপনার মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য সমস্ত বিজ্ঞাপনেই লাগানো নারীর ছবিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। বাইরে এবং অন্তরে ক্রমাগত উদ্দীপনা যোগানোর আয়োজন চলছে। খুব যত্ন করে এই ধরনের আয়োজনকে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। বর্তমান সমাজ মূলগতভাবে ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক মূল্যবোধেরই পরিণতি। নানাবিধ দ্রব্যসামগ্রী, ক্ষমতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, নাম এবং সামাজিক শ্রেণীগত অবস্থানের গুরুত্বই এখন সবচেয়ে বেশি। ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক মূল্যবোধ আপনার জীবনে মুখ্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে... আপনাদের জীবন এখন শূন্যগর্ভ, ফাঁপা; টাকা কামানো, তাস পেটানো, সিনেমা দেখা, বইপড়ার রুটিনমাফিক কাজ।

প্রকৃত সংকট

Varanasi,
22 January 1954;
Leaving School,
Entering Life.

নাইট ক্লাব, নানাবিধ মনোরঞ্জন, গাড়ী, বেড়ানো ইত্যাদির মধ্যে থেকে ধনীরা নিজেদের ভুলে থাকতে চায়। যারা চালাকচতুর তারা নিজেদের ভুলে থাকতে চায় বলে মিথ্যা কিছু একটা উদ্ভাবন করতে শুরু করে, অসাধারণ সমস্ত বিশ্বাস তারা মনের মধ্যে এনে ফেলে। যারা নির্বোধ তারা নিজেদের ভুলে থাকার জন্য কাউকে অনুসরণ করতে শুরু করে। তাদের গুরুরাই বলে দেন তাদেরকে কী করতে হবে। যারা উচ্চাভিলাষী তারা নানা কাজকর্মের মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে ভুলে থাকতে চায়। আমরা সবাই এরকমই। বয়স এগোনোর সাথে সাথে নিজেদের শুধু ভুলতেই চাই।

প্রকৃত সংকট

Commentaries on Living, Ch:3

যে মন অস্থির তার অভিব্যক্তি এবং ক্রিয়ার মধ্যে নানা ধরনের পরিবর্তন অবশ্যই চলতে থাকবে। সেরকম একটা মনকে সদাই পূর্ণ হয়েই থাকতে হয়, ব্যস্ত থাকতে হয়। ক্রমবর্ধমান রোমাঞ্চ এবং ক্ষণস্থায়ী আগ্রহের যে কোন বিষয় এই ধরনের মনের পক্ষে খুবই দরকার। গল্পগুজব, পরচর্চার মধ্যে এই উপাদানগুলি থাকে। বেশিরভাগ মানুষই অন্য কারুর ব্যাপারস্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকে। এরাই সেই সমস্ত সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রিকার পাঠক বা পাঠিকা যার মধ্যে মুখরোচক আলোচনা, খুন, বিবাহবিচ্ছেদের বিশদ বর্ণনা থাকে। এইভাবে আমরা ক্রমশ বেশি করে বাইরের বিষয়ে আগ্রহী হয়ে পড়ি। আমাদের নিজেদের ভিতরটা শূন্যগর্ভ এবং অসার হয়ে থাকে। বাইরের দিকে আমরা যত বেশি ঝুঁকে পড়ি তত বেশি করে তার মধ্যে রোমাঞ্চকর এবং আনন্দপ্রদ বিষয়, আমোদপ্রমোদ, তামাশা প্রভৃতি এসে পড়ে। আধুনিক জীবনধারা এই সমস্ত আলগা কাজকর্ম এবং বিনোদনের চাহিদাকেই উসকে দেয়।

প্রকৃত সংকট

Krishnamurti to Himself, 18 March, 1983

দেখেশুনে মনে হয় না আমরা ভবিষ্যৎ নিয়ে খুব একটা ভাবি বা সেই বিষয়ে মনোযোগ দিই। আপনারা নিজেরাই দেখেন যে সকাল থেকে শুরু করে শেষ রাত পর্যন্ত টিভিতে কীরকম অন্তহীন বিনোদনী অনুষ্ঠান চলতেই থাকে। বাচ্চাদের আনন্দ দেওয়া হচ্ছে। সমস্ত বিজ্ঞাপনী অনুষ্ঠানগুলি এরকম ধারণাই তৈরী করে দেয় যে আপনাকে আনন্দ দেওয়া হচ্ছে। বস্তুতঃ সারা বিশ্ব জুড়েই এইসব ঘটছে। এই শিশুদের ভবিষ্যৎ কী? চলছে খেলাধূলার বিনোদন। ত্রিশ, চল্লিশ হাজার মানুষ ক্রীড়াঙ্গনে ক্রীড়ারত কয়েকজন মানুষকে লক্ষ করছে, চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছে... পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এগুলি দেখার পর, খেলাধূলা, আমোদপ্রমোদ নিয়ে মনের ব্যস্ততা লক্ষ করার পর একজন প্রকৃতই উদ্বিগ্ন মানুষ অবধারিতভাবেই ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন করবেন। আগামী দিনে কি আরও বেশি বেশি করে সেই একই বিষয় নানাবিধ রূপে হাজির থাকবে? বিনোদনে কি আসবে আরও বৈচিত্র্য?

এখন যা ঘটছে সেইভাবে যখন বিনোদন শিল্প সবকিছু তার নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিয়ে আসে, যখন সেই শিল্প তরুণতরুণী, ছাত্রছাত্রী, বাচ্চাকাচ্চাদের লাগাতার সুখভোগ, খামখেয়াল, কল্পনা-রঙীন ভোগবাসনা চরিতার্থতায় প্ররোচিত করতে থাকে তখন 'নিয়ন্ত্রণ', 'সংযম' প্রভৃতি শব্দগুলি ক্রমশ সরে যেতে থাকে, সেসব নিয়ে কখনই ভাবনাচিন্তা করা হয় না... আপনি হয়ত শুনবেনই না সংযমের তাৎপর্য কী। ছোটবেলা থেকেই নিজের মনোরঞ্জন করা এবং বিনোদনের মাধ্যমে নিজেকে ভুলিয়ে রাখার কথা শুনে আপনি বড় হয়েছেন। বেশির ভাগ মনোবিদ বলেছেন আপনি মনে মনে যেটা টের পাচ্ছেন সেটাই প্রকাশ করে ফেলুন। কোনও ভাবে নিজেকে বিরত করলে আপনার ওপর সেটা একটা ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে; এর ফলে বিভিন্ন ধরনের খ্যাপামি এবং উদ্বেগ তৈরী হবে। তাই স্বাভাবিকভাবেই আপনি খেলাধুলা, আমোদপ্রমোদ, বিনোদনের দুনিয়ায় এসে পড়েন। এই দুনিয়ার যাবতীয় সামগ্রী আপনাকে তখন ভুলিয়ে রাখে, আপনি যা তার থেকে পালিয়ে থাকতে সাহায্য করে।

প্রকৃত সংকট

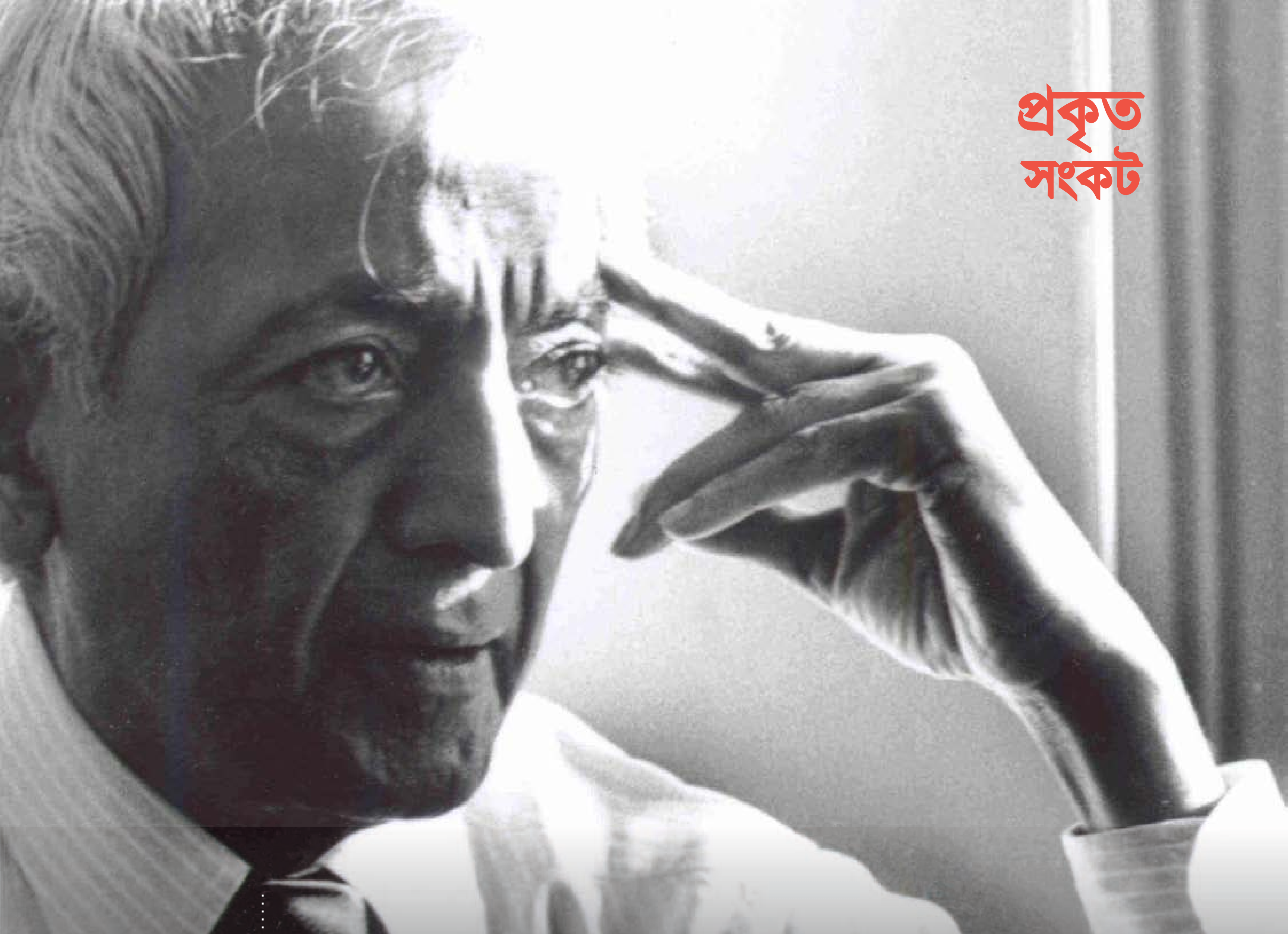

Saanen,
21 July 1981;
The Network of Thought.

রোবটের বিকাশের সাথে সাথে মানুষের হাতে হয়ত রোজ দু'ঘন্টার কাজ থাকবে। ভবিষ্যতে যতদূর দৃষ্টি যায় তার মধ্যেই হয়ত এটা ঘটবে। তারপর মানুষ কী করবে? সে কি বিনোদনের আখড়ার মধ্যে বুঁদ হয়ে থাকবে? নাকি সে নিজের ভিতরটা ঘুরে দেখবে? এই দেখাটা অবশ্য কোন বিনোদন নয়। এর জন্য প্রয়োজন পর্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান, নৈর্ব্যক্তিক উপলব্ধির ক্ষমতা। এই দুটো সম্ভাবনাই আছে।

প্রকৃত সংকট

The World Within, Ch:75.

আপনি আপনার প্রকৃতিদত্ত ক্ষমতা এবং সামর্থ্যের ঘেরাটোপের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে আছেন। এরা কিন্তু বিপজ্জনক বন্ধু। এগুলি নিজেরাই নিজেদের মধ্যে শেষ হয়ে যায় এবং বিস্তর দুঃখ ও দুর্গতির দিকে নিয়ে যায়। আপনার খাদ্যাভ্যাস, আপনার পোশাকআশাক, আপনার দৃষ্টিভঙ্গী এবং আপনার ইন্দ্রিয়সুখ আপনাকে পরিশ্রান্ত এবং অনুভূতিহীন করে তুলছে। আপনার মন স্থূলপ্রকৃতির হয়ে পড়ছে এবং তার উপলব্ধির দ্রুততা হারিয়ে ফেলছে... মনের উপরিস্তরের বিবিধ ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে আপনি যদি সচেতন হয়ে যান, এর বাজে বকাবকানি, লাফালাফি, যুক্তিবিচার, এর বিবিধ অভিমত যদি লক্ষ করতে থাকেন, তবে এই সচেতনতার মধ্যেই একটা শান্তি এবং নির্মলভাবের উদয় হয়।

Poona,
19 September 1948;
The Collected Works, Vol. V.

সুতরাং যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হল... আত্মজ্ঞান। নিজেকে বোঝা না হলে পৃথিবীতে শান্তিশৃঙ্খলা থাকতে পারে না। নিজের চিন্তাভাবনা, অনুভূতি এবং কর্মপ্রক্রিয়াকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করা না হলে পৃথিবীতে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং নিরাপত্তার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। সেই কারণেই নিজেকে বিশেষভাবে লক্ষ করা একটা প্রাথমিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই কাজটি কোন পালিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া নয়।

নিজেকে অধ্যয়নের এই কাজটি কিন্তু নিছক নিষ্ক্রিয়তা নয়। বরং এর জন্য প্রয়োজন একটা অসাধারণ সচেতনভাব। একজন মানুষ যা যা করে তার সবকিছু সম্পর্কেই এই সচেতনতা যার মধ্যে কোনও সমালোচনা, নিন্দা, দোষারোপের ব্যাপার নেই। দৈনন্দিন জীবনে একজন মানুষ যেভাবে বাঁচে তার সামগ্রিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে এই সচেতনতা কিন্তু কোন সংকীর্ণতা নয় বরং এটি সদা-সম্প্রসারণশীল। সবসময় সেটি এই সামগ্রিক প্রক্রিয়াটিকে ক্রমশ বেশি প্রাঞ্জল করে তুলে ধরতে থাকে। আর এই সচেতনভাব থেকেই প্রথমে নিজের মধ্যে এবং তারপর নিজের বাহ্যিক সম্পর্কগুলির মধ্যে একটা শান্তিশৃঙ্খলার ভাব তৈরী হয়।

প্রকৃত সংকট

Montevideo, 26 June 1935; The Collected Works, Vol. II.

আপনি যদি কষ্টের মধ্যে না থাকেন, আপনার যদি কোন দ্বন্দ্ব না থাকে, কোনও সমস্যা না থাকে তবে খুব একটা কিছু বলার থাকে না। অর্থাৎ আপনি যদি নিদ্রামগ্ন থাকেন তবে জীবনের ক্রিয়া সবার আগে আপনাকে জাগিয়ে তুলবে। কিন্তু আপনি যখন যন্ত্রণা পেতে শুরু করেন তখন সাধারণত কী হয়? আপনি সঙ্গে সঙ্গে তার একটা সেরকম প্রতিকার খুঁজতে শুরু করেন যা আপনার যন্ত্রণাবোধকে লাঘব করবে। অর্থাৎ আপনি স্বস্তি খুঁজতে গিয়ে নিজস্ব প্রচেষ্টায় নিজেকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দেন... যখন একটা প্রবল নাড়া (যাকে আপনি যন্ত্রণা বলেন) আপনার মনকে জাগিয়ে তোলে,সেইটাই হল যন্ত্রণা থেকে স্বস্তি পাবার চেষ্টা না করে যন্ত্রণার উৎস অনুসন্ধানের উপযুক্ত মুহূর্ত। সেই মুহূর্তে যন্ত্রণা থেকে স্বস্তি পাওয়ার কোন প্রয়াস থাকে না।

প্রকৃত সংকট

Ojai,
18 June 1934;
The Collected Works, Vol. II.

অহং বা ব্যক্তিসত্তা এবং পরিবেশের মধ্যে যে সংগ্রাম চলে সেই দ্বন্দ্ব, সেই সংঘাতের বিষয়ে আপনি যদি অসচেতন থাকেন সেক্ষেত্রে আপনি আরও প্রতিকার কেন খুঁজতে থাকেন? আপনি বরং অসচেতনই থেকে যান। যে দ্বন্দ্ব আপনার হৃদয় ও মনে নেই সেটার পিছনে ছোটাছুটি করা একটা কৃত্রিম ব্যাপার। তাকে মিছিমিছি আহ্বান করার কোনও প্রয়োজন নেই। বরং পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি নিজের থেকেই সেই দ্বন্দ্ব আপনার মনে তৈরী করুক। আপনি কৃত্রিমভাবে যে দ্বন্দ্ব তৈরী করতে প্রয়াসী হন তার পিছনে থাকে আপনার একটা ভয় যে আপনি বুঝি কিছু একটা বাদ দিয়ে যাচ্ছেন। জীবন কিন্তু আপনাকে বাদ দেবে না।

প্রকৃত সংকট

Varanasi,
16 December 1952;
The Collected Works, Vol. VII.

যখন আপনি বাড়ীর দরজা-জানালা বন্ধ করে ভিতরে থাকেন তখন নিজেকে বেশ নিরাপদ ও সুরক্ষিত লাগে। কোথাও কোনও উৎপীড়নের অনুভূতি থাকে না। অবশ্য জীবন কিন্তু সেরকম নয়। সব-সময় সে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে, জানালা খুলে দিতে চেষ্টা করছে যাতে আপনি বেশি করে দেখতে পারেন। কিন্তু যদি ভয়ের থেকে আপনি জানালা বন্ধ করে রাখেন তাহলে দরজা ধাক্কানোর আওয়াজটা বেড়ে যায়। যত বেশি আপনি বাইরের সুরক্ষাকে আঁকড়ে ধরে থাকেন জীবন তত বেশি করে সামনে এসে আপনাকে ধাক্কা দিতে থাকে।

প্রকৃত সংকট

Madras,
29 December 1979;
The Seed of a Million Years.

কথাটা হচ্ছে, কী হ'লে আপনি পাল্টাবেন? একটা সংকট? মাথায় একটা আঘাত? দুঃখ পাওয়া? চোখের জল? সে সবই তো ঘটেছে – একটার পর একটা সংকট এসেছে। আপনার চোখ থেকে তো অবিশ্রান্তভাবে জল ঝরেছে। মনে হচ্ছে সে সবের কোনও কিছুই আপনাকে বদলাচ্ছে না কেননা আপনি বদল আনার জন্য অন্য কারুর ওপর নির্ভর করে আছেন... কেউই তো বলছেন না, 'আমিই বরং খুঁজে দেখি।'

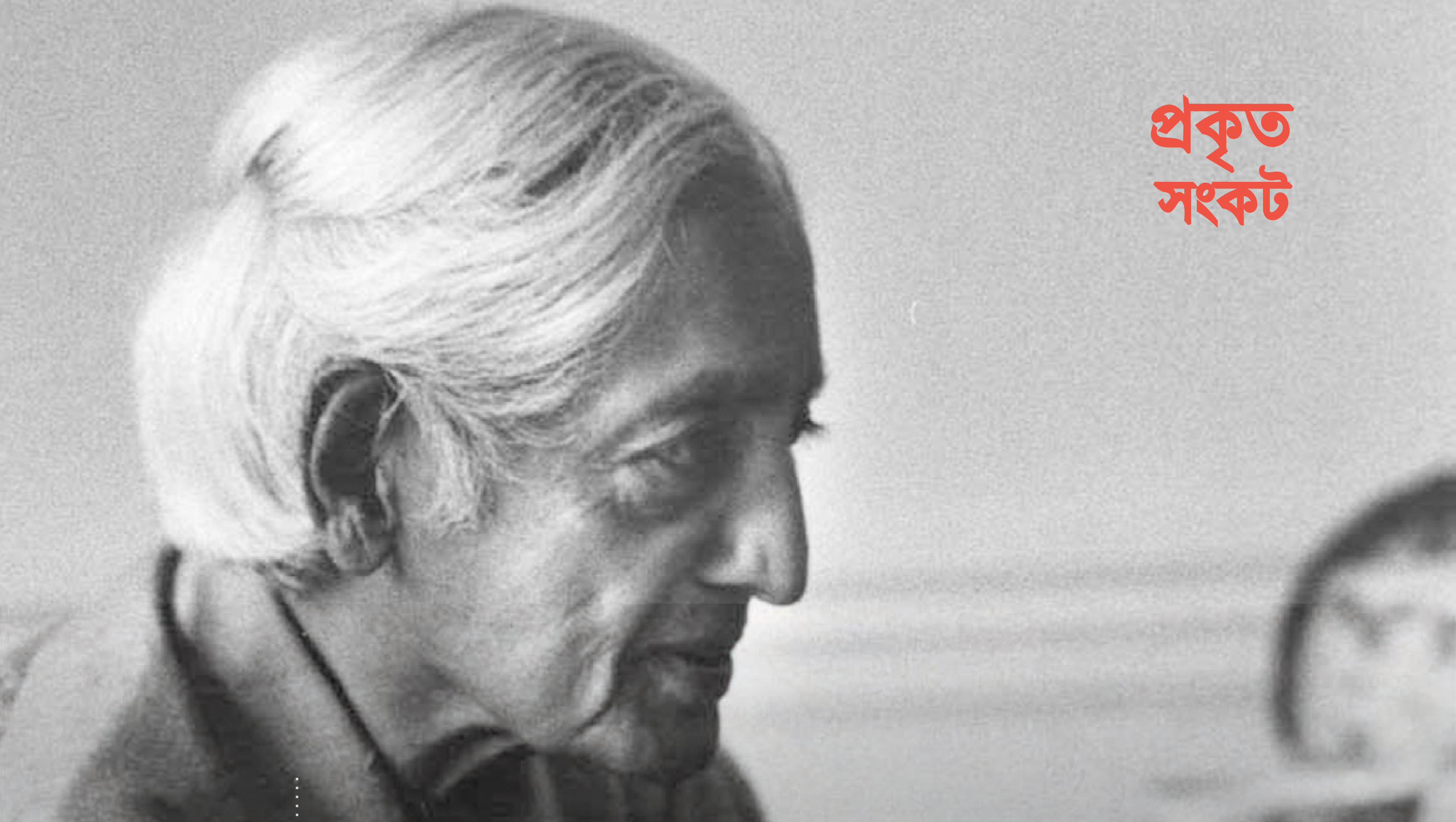

প্রকৃত সংকট

Bombay,
14 December 1969.

নিজের জীবন নিয়ে আপনি কী করেছেন? ...আপনার সামনেই তো জীবন বয়ে যাচ্ছে। অসাধারণ এই জীবনের মধ্যে রয়েছে দুঃখকষ্ট, সুখ, ভয়, অপরাধবোধ, নানাবিধ নিগ্রহ, নিঃসঙ্গতা, নৈরাশ্য; রয়েছে জীবনের সৌন্দর্য। সেই জীবনটাই তো আপনার সামনে আছে। সেটা নিয়ে আপনি কী করেছেন? না, এই প্রশ্নটার পর মনের মধ্যে বিষাদ নিয়ে বিছানায় যাবেন না কারণ আপনি কিছুই করেননি। একেবারে কিছুই করেন নি। আপনাকে একটা অমূল্য জীবন দেওয়া হয়েছিল। এ পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান জিনিসটাই আপনি পেয়েছিলেন। সেটা নিয়ে কী করলেন? সেটাকে একটা অস্বাভাবিক চেহারা দিয়ে দিলেন, অত্যাচার করলেন, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন, ভাগ ভাগ করে ফেললেন, এর মধ্যে হিংসা, ধ্বংস, বিদ্বেষ এনে ফেললেন। এসবের মধ্যে কোনও প্রেম নেই, করুণা নেই, উদ্দীপনা নেই। সেইজন্যই আপনি যখন সেই প্রশ্নটা নিজেকে করেন অর্থাৎ আপনার জীবন নিয়ে কী করলেন তখন অবধারিতভাবে আপনার চোখ জলে ভরে যায়। এই অশ্রুপতন এই কারণেই যে আপনি অতীত নিয়ে ভাবছেন, আপনি ভাবছেন আপনি কী কী করেছেন –এ হ'ল আত্মকরুণার অশ্রু।

প্রকৃত সংকট

Ojai,
17 June 1945;
The Collected Works, Vol. IV.

মনের প্রফুল্লতা ও সুখলাভই কিন্তু অভীষ্ট বা উদ্দেশ্য নয়। সাহস এবং আশার মতো এগুলি কিছু ছোটখাট ঘটনা যা অন্য একটা কিছুর অন্বেষণের অনুষঙ্গে থেকে যায়। সেই 'অন্য কিছু' হ'ল অভীষ্ট যার পর আর কিছু থাকে না। সেখানেই হয় অন্বেষণের অবসান। অত্যন্ত ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের সঙ্গে সেই অভীষ্টের খোঁজে ফেরা দরকার। একমাত্র সেটার উন্মোচনের মধ্য দিয়েই আমাদের উদ্বেগ, উত্তেজনা, কষ্ট, যন্ত্রণার অবসান হতে পারে। সেই অভীষ্টের উন্মোচনের জন্য যে যাত্রা সেটা অন্বেষণকারী ব্যক্তির মধ্যেই থাকে। অন্য যে কোন যাত্রা শুধু চিত্তবিক্ষেপই ঘটায় যার থেকে তৈরী হয় অজ্ঞতা এবং বিভ্রম। কোনও ফল পাওয়ার লক্ষ্যে বা দ্বন্দ্ব এবং দুঃখশোক নিরসনের জন্য নিজের মধ্য দিয়ে এই যাত্রায় সামিল হওয়া চলবে না। কেননা সেই অন্বেষণই হ'ল ধর্মানুরাগ, অনুপ্রেরণা।

প্রকৃত সংকট

Think on These Things, Ch:26.

আমরাই মানবজাতি। আর সেটা একটাই। এই পৃথিবী আমাদের সবার সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য। ভালোবেসে যত্ন নিলে এই বসুন্ধরা আমাদের সবার জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান তৈরী করবে। সেইজন্য শুধু তোমাদের কয়েকটা পরীক্ষা পাশ করিয়ে দেবার জন্য প্রস্তুত করে তোলাই শিক্ষার স্বাভাবিক ক্রিয়া নয়। জীবনযাপনের সমগ্র সমস্যাটিকে বুঝতে সাহায্য করাও এর কাজ... ঈশ্বর কী তা খুঁজে দেখা আমাদের সমস্যা কেননা সেটা হ'ল, আমাদের জীবনের ভিত্তি। ভিত্তি ঠিক না হলে একটা বাড়ী দীর্ঘদিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। মানুষের সমস্ত কৌশলী উদ্ভাবন অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি না আমরা ঈশ্বর বা সত্য কী সেটা খুঁজে বের করতে উদ্যমী হই।

প্রকৃত সংকট

Think on These Things, Ch:17.

আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে মানুষের এই সমস্ত কাজকর্ম বিনাশ, দুর্গতি, নৈরাজ্য এবং হতাশার দিকে নিয়ে যায়। বিরাট বিলাস-ব্যসনের পাশেই তো আমরা দেখি চূড়ান্ত দারিদ্র, ব্যাধি, অনাহার। এর সঙ্গেই রয়েছে রেফ্রিজারেটর এবং জেট বিমান। এসবই মানুষের তৈরী। আপনি যখন এগুলি দেখেন তখন কি নিজেকে প্রশ্ন করেন না, 'এটাই কি সব? আর কি কিছুই নেই যেটা মানুষের সত্যিকারের কাজ?' কোন্টা মানুষের প্রকৃত কাজ তা যদি আমরা খুঁজে বের করতে পারি তাহলে এই জেট বিমান, ধোলাই যন্ত্র, সেতু, হষ্টেল প্রভৃতি সবকিছুরই একটা সম্পূর্ণ অন্য অর্থ তৈরী হবে। কিন্তু মানুষের প্রকৃত কাজটা কী তা খুঁজে বের না করে নিছক সংস্কারমূলক কাজকর্মের মধ্যে থাকা, যা ইতিমধ্যেই মানুষ করেছে তাকেই ঢেলে সাজানোর কাজে লিপ্ত হওয়া প্রভৃতি কর্ম কোনও দিকেই পথ দেখাবে না।

তাহ'লে কথাটা হ'ল, মানুষের প্রকৃত কাজটা কী? নিশ্চিতভাবেই বলা যায়, সেটা হ'ল ঈশ্বর, সত্যকে খুঁজে বের করা। প্রকৃত কর্ম হ'ল ভালবাসা; আত্মবেষ্টনীমূলক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে নিজেকে আটকে না ফেলা। যেটা সত্য তার উন্মোচনের মধ্যেই মধ্যে নিহিত থাকে প্রেম। মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মধ্যে সেই প্রেম থাকলে সেটা একটা নতুন সভ্যতা, একটা নতুন বিশ্ব তৈরী করবে।

প্রকৃত সংকট

Think on These Things, Ch:11.

সত্য কী, ঈশ্বর কী সেটা খুঁজে বের করার তাগিদই হ'ল আসল। বাকি সব তাগিদ হ'ল গৌণ। স্থির জলে আপনি যখন একটা পাথর ছোঁড়েন তখন একটা সম্প্রসারণশীল বৃত্তমালা তৈরী হয়। সেই সম্প্রসারণশীল বৃত্তের স্পন্দন বা নড়াচড়া হ'ল গৌণ, সামাজিক প্রতিক্রিয়া। কিন্তু আসল যে সঞ্চরণ তা কিন্তু ওই কেন্দ্রে। সেটা হ'ল সুখ, ঈশ্বর, সত্যকে খোঁজার প্রক্রিয়া, তার সঞ্চরণ। ঘটনা হচ্ছে তোমার মনের মধ্যে ভয় থাকলে, আশঙ্কা তোমাকে নিবৃত্ত করে রাখলে তুমি সেটা খুঁজে পাবে না। যে মুহূর্তে আশঙ্কা এবং ভীতি তৈরী হয় তখন থেকেই সংস্কৃতির অবক্ষয় হওয়া শুরু হয়।

সেই কারণেই তোমার বয়স যখন কম তখন প্রভাবিত/প্রতিবদ্ধ না হয়ে পড়া, তোমার বাবা-মা, সমাজের ভয়ে ভীত না হয়ে থাকার বিষয়টি এত গুরুত্ব পায়। এসবের থেকে মুক্ত থাকলে তোমার মধ্যে তখন সেই কালাতীত স্পন্দন চলতে থাকে যা সত্য উন্মোচনে সহায়ক হয়। সত্য কী, ঈশ্বর কী এসব যে মানুষেরা খুঁজে পান তাঁরাই শুধু একটা নতুন সভ্যতা, নতুন সংস্কৃতি তৈরী করতে পারেন।

প্রকৃত সংকট

Think on These Things, Ch:27.

একজন প্রকৃত ধার্মিক মানুষ সামাজিক সংস্কার নিয়ে ভাবিত নন। যে সমস্ত কাজ সামাজিক বিন্যাসের মধ্যে নিছক একটা পরিবর্তন ঘটায় তাতে তিনি আগ্রহী নন। বরং, সত্য কী তারই অনুসন্ধানে তিনি থাকেন আর সেই অন্বেষণই সমাজের মধ্যে একটা রূপান্তরকারী প্রভাব ফেলে। সেইজন্যই সত্য বা ঈশ্বর কী সেটা খুঁজে দেখতে ছাত্রছাত্রীদের সাহায্য করাই শিক্ষার প্রধান বিবেচ্য হওয়া প্রয়োজন, তাদের নিছক কোন একটি সমাজের বাঁধা ছকের উপযুক্ত করে তোলা নয়।

*Saanen,
3 August 1975.*

যা অনন্তকাল ধরে রয়েছে, যা অলঙ্ঘনীয়ভাবে শুদ্ধ ও পবিত্র সেটাই মানুষকে খুঁজে বের করতে হয়। আর তার আবির্ভাব কেবল করুণার আবহেই সম্ভব হয়। এর অর্থ আপনি তখন দুঃখ-শোক-যন্ত্রণার তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পেরেছেন – সেটা শুধু আপনার নয়, বিশ্বের সকলের। এই বিশ্বে দুঃখকষ্ট, দুর্দশাই হ'ল সত্য। সেগুলি বাস্তব। এটা কোন কল্পনাচারী, ভাবপ্রবণ চিন্তার চঞ্চলতা নয়। এর বাস্তব অস্তিত্ব আছে, আমাদের মধ্যেও সেটি আছে। কথাটা হ'ল সেই যন্ত্রণাকে সঙ্গে নিয়ে বাঁচা, কোনওভাবে এর থেকে না পালিয়ে গিয়ে এর উৎসের সন্ধানে যাওয়া। এর থেকে না পালালে আপনার মধ্যে একে মোকাবিলা করার মতো বিপুল শক্তি হাজির থাকবে। কেবল তখনই আপনি একে অতিক্রম করে যেতে পারবেন। করুণার আবির্ভাব শুধু তখনই হয় যখন আপনি দুঃখশোকের সম্পূর্ণ তাৎপর্য বুঝতে পারেন এবং আপনি আর যন্ত্রণাবিদ্ধ হন না। যা অনন্তকাল ধরে শুদ্ধ ও পবিত্র তার সন্ধান একমাত্র একটি করুণাঘন মনই ধ্যানস্থ থেকে পেতে পারে।

প্রকৃত সংকট

Think on These Things, Ch:17.

নৈতিক উৎকর্ষতা এবং নম্রতার চর্চা ধর্মভাব নয়; ঈশ্বরের সন্ধান, সত্যের সন্ধান, একটা পরিপূর্ণ মঙ্গলানুভবের মধ্যে থাকা, মনের যাবতীয় উদ্ভাবনী শক্তি এবং কৌশলের বাইরে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকলে সেটা খুঁজে বের করা অর্থাৎ তার প্রতি একটা প্রগাঢ় ভালবাসা – সেটাই হ'ল প্রকৃত ধর্মভাব। কিন্তু আপনার পক্ষে সেটা শুধু তখনই সম্ভব হ'তে পারে যখন আপনি স্বখাতসলিল থেকে বেরিয়ে এসে জীবন নদীতে মিশে যান। আর তখনই একটা অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে। আপনি যেহেতু তখন আর নিজের যত্ন নিজে নেওয়ার মধ্যে থাকেন না তাই জীবন তখন তার নিজের মতো করে আপনার যত্ন নিতে থাকে এবং তার নির্দিষ্ট গন্তব্যস্থলে আপনাকে বহন করে নিয়ে যায় কারণ আপনি তো তখন জীবনেরই অংশ। সেই অবস্থায় নিরাপত্তাজনিত কোন সমস্যা, লোকে কী বলল বা না বলল সেসবের সমস্যা থাকে না। সেটাই জীবনের সৌন্দর্য।

প্রকৃত সংকট

The World Within, Ch.76.

পরম বাস্তবতার অন্বেষণে রত থাকার অবস্থায় খিদের রুটি ঠিকই জুটে যায়। কিন্তু শুধু সেই রুটির সন্ধানেই যদি আমরা কাল যাপন করি তবে সেটাও নস্যাৎ হয়ে যায়। রুটি চরম মূল্যবান কিছু নয়; আমরা যখন একে সেরকম মূল্যবান হিসাবে দেখি তখনই দেখা দেয় বিপর্যয়, খুনোখুনি; তখনই অনাহারের ঘটনা ঘটে।

অনিত্যের মধ্যে থেকেই অনন্তের অন্বেষণে থেকো। এর জন্য কোন বাঁধা পথ নেই যেহেতু এটি সদা হাজির।

প্রকৃত সংকট

The World Within,
Ch:19.

যে চরম বাস্তবতা বিদ্যমান তা হ'ল সর্বোত্তম এবং অদ্বিতীয়। মানবজাতি একটাই এবং ধর্মবোধও একক ও সম্পূর্ণ। অন্য কোন পথ বা অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে নয় কেবল আপনার মধ্যেই আছে সেটা উপলব্ধির উপায়। নিজের মুক্তির অন্বেষণে থাকুন। এভাবেই সমগ্র পৃথিবীকে তার বিভ্রান্তি, তার দ্বন্দ্ব, তার দুঃখশোক এবং বৈরীভাব থেকে আপনি মুক্ত করবেন।

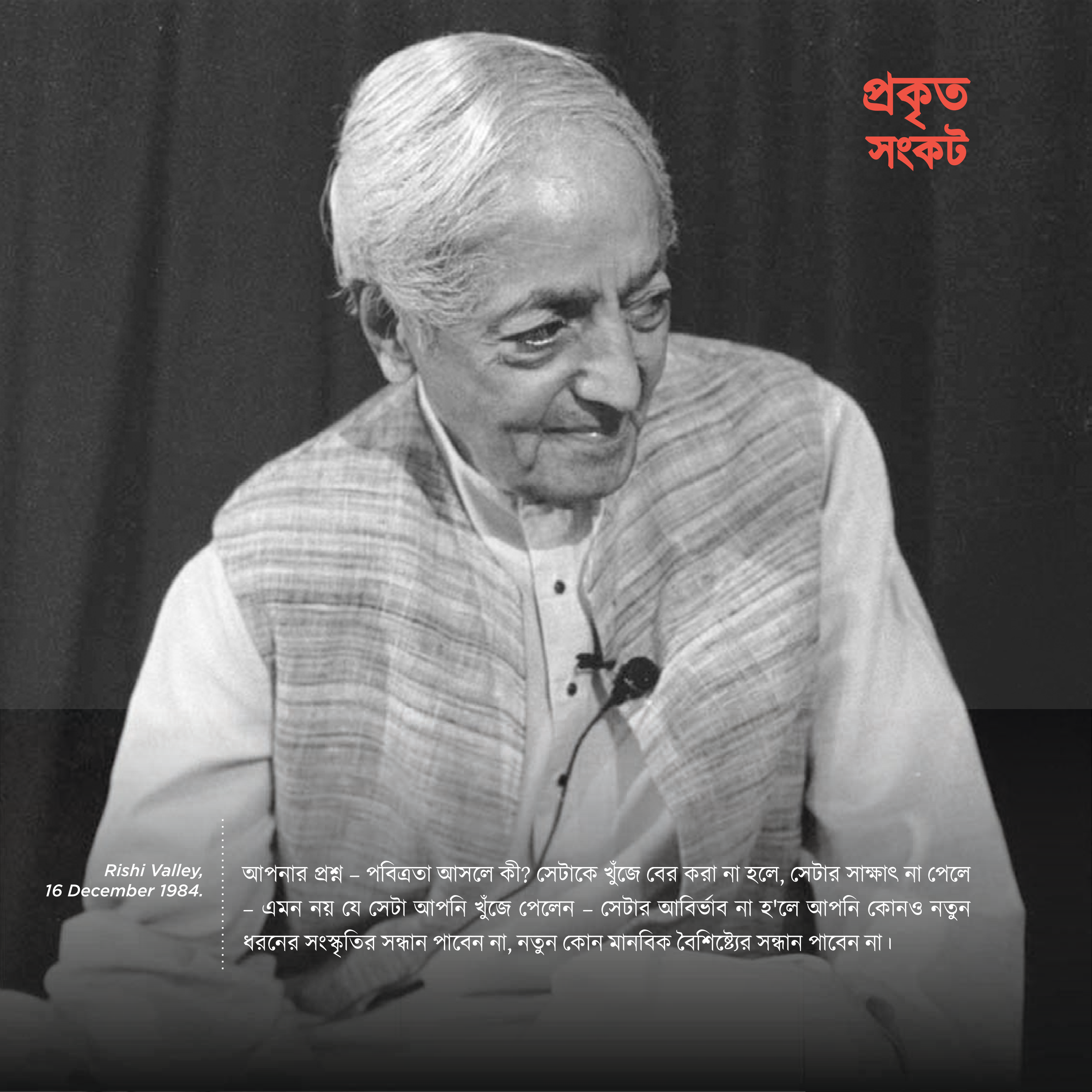

প্রকৃত সংকট

Rishi Valley,
16 December 1984.

আপনার প্রশ্ন – পবিত্রতা আসলে কী? সেটাকে খুঁজে বের করা না হলে, সেটার সাক্ষাৎ না পেলে – এমন নয় যে সেটা আপনি খুঁজে পেলেন – সেটার আবির্ভাব না হ'লে আপনি কোনও নতুন ধরনের সংস্কৃতির সন্ধান পাবেন না, নতুন কোন মানবিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাবেন না।

প্রকৃত সংকট

Madras,
22 October 1947;
The Collected Works, Vol. IV.

তোমাকেই হতে হবে তোমার দীপবর্তিকা... হাত বা মন যা যা তৈরী করেছে তার মধ্যে তো কোন আশাভরসা নেই। আমরা পালাচ্ছি না। আমরা শুধু এটাই বলছি যে সংকটের বিপজ্জনক কিনারায় দাঁড়িয়ে কোন কার্যকলাপে রত হওয়ার অর্থ পতনকে ত্বরান্বিত করা। নিরাপত্তা এবং সুখ কেবলমাত্র সেই কিনারা থেকে সরে থাকলেই সম্ভব হয়। যে গুটিকয়েক মানুষ এটা বোঝেন তাঁদেরকে অবশ্যই এই অতলস্পর্শী গহ্বরের তফাতে আলোককেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। বর্তমান সংকট থেকে এবং সমগ্র মানব সমস্যা থেকে নিষ্ক্রমণ পথ আছে। এটা অবশ্য পলায়নী পথ নয়, এটা সেই পথ যা পরম সুখের দিকে নিয়ে যায়।

Krishnamurti Foundation India
Vasanta Vihar, 124, Greenways Road, Chennai - 600028
Tel: 91-44-24937803 / 24937596 | info@kfionline.org | www.kfionline.org